দৈনিক সংবাদ

DEC. 04 2001

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

প্রসঙ্গ ঃ ছাত্ররাজনীতি

ছাত্রদলকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরেই 'নিষিদ্ধ' করার চিন্তাভাবনা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ নিজ ছাত্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরেই সরকারিদল ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার চিন্তা-ভাবনা করছে। গত রোববার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার ইঙ্গিত করেন। সরকারিদলের এক সূত্র জানিয়েছে, ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে পারলে সরকারের ২টি লাভ হবে। প্রথমত, ছাত্রদলের নামে সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ভার নিতে হবে না। দ্বিতীয়ত, বিরোধীদলের একটি বড় অস্ত্র (ছাত্র আন্দোলন) ভোঁতা ছাত্ররাজনীতি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

ছাত্ররাজনীতি ঃ চিন্তাভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর) করা যাবে।

সূত্র জানায়, সরকারিদল আপাতত ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে না পারলেও ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিতই রাখবে। পরে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করবে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ঘোষণায় ছাত্র সংগঠনগুলো ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। এ ক্ষোভ শুধু বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে নয়, সরকারিদলের ছাত্র সংগঠনের মধ্যেও দেখা দেয়। তবে প্রকাশ্যে তারা এ ব্যাপারে কিছু বলছেন না। তাদের বক্তব্য, ছাত্ররাজনীতি নয়, সন্ত্রাস বন্ধ করা হোক। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ সম্পর্কে গতকাল বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়নমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, দেশের স্বার্থেই আমরা ছাত্ররাজনীতি স্থগিত করতে চাই। ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার সময় এ ধরনের ঘোষণা দিয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ করব।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল ছাত্রদল ছাড়া অন্য প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল এটি।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পর্কে ছাত্র নেতৃবৃন্দ গতকাল 'সংবাদ'-এর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা মোশতাক আহমেদের কাছে প্রতিক্রিয়া জানান। ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী খালেদা জিয়ার এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, খালেদা জিয়া নিজের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের সামাল দিতে না পেরে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দিতে চান। তিনি জানেন না, এ দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্র সংগঠনগুলোই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। তার সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের কারণে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে ছাত্ররাজনীতির ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চান; কিন্তু তার ঘোষণা ছাত্রসমাজ কখনও মেনে নেবে না। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলন করে এর মোকাবিলা করা হবে। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান তারেক চৌধুরী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ এক যৌথ বিবৃতিতে এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বেগম খালেদা জিয়া নিজ দলের সন্ত্রাসী ঘটনার দায়দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে নিজেকে জনরোষ থেকে রক্ষা করার হাস্যকর পথ অবলম্বন করছেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এ বক্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় মধুর ক্যান্টিন থেকে একটি মিছিল বের করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন খোকন দাস, মাহমুদুর রহমান মামুন প্রমুখ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, গ্যাস সম্পদসহ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার যে [illegible] জুলহাসনাইন বাবু। সমাবেশে তারা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের যেকোন ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ছাত্র ফেডারেশনের অন্য একটি অংশের সভাপতি আমীর আব্বাস ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল বাপ্পী এক বিবৃতিতে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের চক্রান্তকে রুখে দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

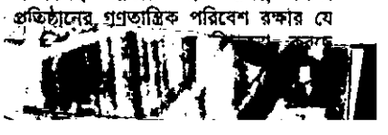

বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি দীপঙ্কর সাহা দিপু ও সাধারণ সম্পাদক আব্বাস আলী খান কলিন্স এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ছাত্ররাজনীতিকে ঘিরে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র ছাত্রসমাজ বরদাশত করবে না, প্রয়োজনে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে।

জাতীয় ছাত্রদলের সভাপতি রুহুল কুদ্দুস আরিফ ও সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ দত্ত এক যৌথ বিবৃতিতে এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি করিম সিকদার বলেন, ছাত্ররাজনীতি বন্ধের যেকোন ষড়যন্ত্রকে আমরা রুখে দাঁড়াব। এর প্রতিবাদে জাসদ ছাত্রলীগ আজ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করবে।

এ ব্যাপারে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে খালেদা জিয়া যে সিদ্ধান্ত নিবেন তা আমরা মেনে নেব। কিন্তু সন্ত্রাসীদের জন্য যদি ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হয়, তবে সন্ত্রাস আরও বাড়বে।